আজকের কাগজ

তারিখ 25 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৬শ' ৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ

দেশে সাড়ে আট কোটি মানুষ অশিক্ষিত

বাহা উদ্দিন সাদী : চলতি বাজেটে সরকার শিক্ষা খাতে এ যাবৎকালের মধ্যে সব থেকে বেশি মোট ১ হাজার ৬শ' ৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এ বাজেটে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিরক্ষা খাত থেকে শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বেশি। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসাগুলোতে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে এই বরাদ্দকৃত টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে না।

দেশে মোট সরকারি কলেজের সংখ্যা ২২৩টি। এতে শিক্ষকের সংখ্যা ৬ হাজার ৮১৫ জন। ছাত্রের সংখ্যা ৩ লাখ ৯ হাজার ১শ' ৫০। অর্থাৎ প্রায় ৪৬ জন ছাত্রের জন্যে মাত্র ১ জন শিক্ষক বরাদ্দ। সরকারি কলেজগুলোতে '৯১-৯২ সালের সরকারি বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৭৫.৩৪ কোটি টাকা। প্রতি প্রতিষ্ঠানের পিছনে খরচ পড়ে ৩৩.৭৮ লাখ এবং ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে খরচ পড়ে ২ হাজার ৪শ' ৩৭ টাকা। অন্যদিকে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ৬৫১। শিক্ষকের সংখ্যা ১১ হাজার ৪শ' ৬১ জন। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬ লাখ ৫৪ হাজার ১০৬। অর্থাৎ প্রায় ৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ১ জন মাত্র শিক্ষক। '৯১-৯২ সালের সরকারি বাজেটে এসব প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৫০.১৭ কোটি এবং কলেজ প্রতি গড়ে বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ৭.৯৭ লাখ। ছাত্র-ছাত্রীর পেছনে গড়ে খরচ পড়ে মাত্র ৬৭৬ টাকা।

একই চিত্র সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোতে। সরকারি স্কুলের সংখ্যা মাত্র ৩০৭। অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ১০ হাজার ৬শ' ৮৯টি। সরকারি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ৬,১৯৮ জন। বেসরকারি স্কুলে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬শ' ৯৮ জন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১ লাখ ৯০ হাজার ৩৯ ও ৩৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ' ২০ জন। গড়ে প্রতিটি সরকারি স্কুলে ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীর পিছে ১ জন। বেসরকারি স্কুলে ২৮ জনের পেছনে ১ জন শিক্ষক কর্মরত। '৯১-৯২ সালে সরকারি স্কুলগুলোতে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৪৩.৩১ কোটি এবং বেসরকারিগুলোতে ২০৪.১৪ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠান প্রতি গড় খরচে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি স্কুলে খরচ পড়ছে ১৪.১০ লাখ এবং বেসরকারিতে ১.৯০ লাখ মাত্র। সরকারি স্কুলের ছাত্রদের বার্ষিক খরচ পড়ছে ২ হাজার ২শ' ৭৯ টাকা। অন্যদিকে বেসরকারিগুলোতে ব্যয় পড়ছে মাত্র ৬২১ টাকা।

সবচেয়ে বড় বৈষম্য ধরা পড়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়। সরকারি মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র ৩টি। বেসরকারি রয়েছে ৫ হাজার ৮শ' ৭৩টি। শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮১ জন এবং ৮৫ হাজার ৬শ' ৩৬ জন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সরকারি মাদ্রাসায় মোট ৩ হাজার ২শ' ৯২ এবং বেসরকারিগুলোতে ৫ লাখ ২০ হাজার ৯শ' ৩৮ জন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, '৯১-৯২ সালে সরকার মাত্র ৩টি সরকারি মাদ্রাসায় বরাদ্দ করেছে ১১৬ কোটি টাকা অন্যদিকে বেসরকারিগুলোতে মাত্র ৯৬.৩২ কোটি। কিন্তু আবার সরকারি মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি খরচ পড়ে ৩ হাজার ৫শ' ২৩ টাকা, বেসরকারিগুলোতে মাত্র ৯৬৬ টাকা।

ক্যাডেট কলেজে সরকারের বরাদ্দের পরিমাণ সর্বাধিক। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের পেছনে সরকার খরচ করে বার্ষিক মাত্র ১৪ হাজার ৪শ' ৬০ -, সেখানে একজন ক্যাডেটের পিছনে খরচ করা হয় ৩০ হাজার টাকা।

বাজেট ক্ষেত্রে সরকারের এহেন বৈষম্যমূলক আচরণ ছাড়াও সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো সুফল পরিবর্তনও আনতে পারেনি। এখনও দেশে ৭৭% বা প্রায় ৮ কোটি ৪৭ লাখ লোক অশিক্ষিত বাকি ২ কোটি ৫৩ লাখ লোক শিক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২১ লাখ লোক মূল শিক্ষিত। শিক্ষিত অংশের বাকি ২ কোটি ৩২ লাখ প্রাথমিক শিক্ষা বা শুধুমাত্র স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। এই শিক্ষিত অংশের মাত্র ৩২ লাখ ৮৯ হাজার মহিলা আমাদের দেশে কর্মক্ষম ২ কোটি ৩৬ লাখ মানুষের ১ কোটি ৫০ লাখ বেকার। এর মধ্যে ৪০ লাখ শিক্ষিত বেকার এদের জন্যে নতুন কোনো কর্মসংস্থান বা বেকার ভাতার ব্যবস্থা সরকার এখন পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়নি।

দেশে সাড়ে ৫ কোটি শিশু কিশোরের মাত্র ১ কোটি ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারে। এখান থেকে খুবই অসাধারণ এবং আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার চেয়েও কম সংখ্যক আরও উচ্চ পর্যায়ে পড়ার সুযোগ পায়।

দেশের প্রচলিত শিক্ষা নীতি এবং অপর্যাপ্ত কলেজ থাকার কারণে এ বছরেই মোট ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। তাছাড়া রাজশাহীতে শিক্ষিতের হার এবং প্রতি বছরের পাসের হার বেশি থাকা সত্ত্বেও সেখানে উচ্চ পর্যায়ে পড়ালেখার সুযোগ সীমাবদ্ধ। মূলতঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৈরি থাকার কারণে সরকার শিক্ষার হার বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এছাড়াও প্রচার মাধ্যমগুলোতেও এ ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।